মেধাবীর দৈন্য-জয়ে উদ্যোগী প্রবাসী মেধাবীরা

সন্দীপন চক্রবর্তী

গোপাল প্রামাণিক পেরেছেন। এবং তিনি চান, ভবিষ্যতের গোপালেরাও যেন পারে।

পড়াশোনায় তুখোড় এবং পেশাগত জীবনে সফল কিছু বঙ্গসন্তান এমন এক প্রয়াসের শরিক, যাতে দুঃস্থ পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে না-যায়। উদ্যোগ— লেখাপড়া শিখে অভাবী-মেধাবীদের দেশের-দশের মুখোজ্জ্বল করতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া। সেই উদ্যোগে সামিল প্রবাসী-অপ্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গেই কিছু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গসন্তানও, যাঁদের নাম ছিল মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা-তালিকায়। বার্কলে, প্রিন্সটনের পড়ুয়ারাও রয়েছেন এই উদ্যোগে।

গোপাল প্রামাণিকও সেই প্রয়াসে সামিল। বকখালির ছেলে গোপাল মাধ্যমিকের আগে মীন ধরতেন। পড়াশোনার খরচ জোগাড়ের জন্য মাটিও কাটিতে হয়েছে তাঁকে। সেই কষ্টের দিন পেরিয়ে গোপাল এখন সিঙ্গাপুরে স্টেম সেলের গবেষণায় নিয়োজিত। কিন্তু সঙ্গতিহীন পরিবারে পড়াশোনার প্রবল ইচ্ছে নিয়ে কী সংগ্রাম করতে হয়, গোপাল খুব ভাল জানেন। জানেন বলেই এখন তাঁর মতো ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

গোপালের সঙ্গে আছেন অয়ন পাল, প্রবুদ্ধ চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা সেন, সৈকত চক্রবর্তী ঠাকুর, রাজর্ষি দাসের মতো কৃতী ছাত্রছাত্রীরা। যে-মন্ত্রে এই অভিনব উদ্যোগীরা দীক্ষিত, সেই নামেই একটি সোসাইটি খোলা হয়েছে — 'এসো কিছু করি'। প্রথম প্রকল্প 'মেধা'র আওতায় ছাত্রছাত্রীদের বেছে নিয়ে আর্থিক সহায়তা দেওয়া। ভাল ফলের জন্য এককালীন নগদ পুরস্কার নয়। রীতিমতো 'স্পনসরশিপ', যা ওই ছাত্রছাত্রীদের চার পাশের লোকজনকেও স্বস্তি দেবে।

মেধা এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই সাহায্য পাওয়ার মাপকাঠি। অন্য কিছু নয়। সোসাইটির সম্পাদক আবীরা ঘোষের কথায়, "বহু ভাল ছেলেমেয়ের কথা জানতে পারছি, যাদের বাড়ির জন্য অন্য কাজও করতে হয়। তাদের সাহায্য করে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট' ঘটানোই আমাদের উদ্দেশ্য। তা হলে ওরা শুধু লেখাপড়াটাই মন দিয়ে করতে পারে।" সোসাইটির সংগঠনে আবীরার সহযোগী এবং পেশায় সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তিলক গুপ্তের উপলব্ধি, "আমার নাম কখনও মেধা-তালিকায় ছিল না। কিন্তু দুঃস্থ পরিবারের মেধাবীদের জন্য কিছু করার সুযোগ ছাড়তে চাইনি। আমাদের মধ্যে যে এক কালের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীরা আছেন, তাঁদের মতামত আরও কাজে লাগছে।"

মজার কথা, একই সোসাইটিতে এই উদ্যোগে সামিল হলেও অনেকের কিন্তু এখনও পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। উদ্যোগের মতোই এই সোসাইটির জন্মবৃত্তান্তও অভিনব। এক বঙ্গতনয়ার মস্তিষ্কপ্রসূত টুকরো তৎপরতাই এই আকার নিয়েছে। সৌজন্যে 'অরকুট'! আধুনিক শিক্ষিত প্রজন্মের ইন্টারনেট-প্রজ্ঞার সূচক অরকুটে পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছিল কলকাতা থেকে। অরকুট 'কমিউনিটি'র হাত ধরে সেটা দ্রুত পল্লবিত হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে 'এসো কিছু করি' সোসাইটি হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে। এক উদ্যোক্তার কথায়, "মধুসূদন মঞ্চের সিঁড়ির কাছে প্রথম জড়ো হয়েছিলাম। কেউ কাউকে চিনতাম না, নেটে দেখা কিছু ছবি ছাড়া!"

'ই কে কে' (সংক্ষিপ্তসার)-র সদস্য-সংখ্যা আপাতত সাড়ে ন'শো ছাড়িয়েছে। ম্যানহাটন থেকে রাজর্ষি দে বা আমহার্স্ট থেকে আলোদীপ সান্যালেরা সহজে শরিক হয়ে গিয়েছেন। চিন, সুইৎজারল্যান্ড, জার্মানি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া— আরও কত দেশে ছড়িয়ে গিয়েছে সোসাইটির বার্তা! ক্যালিফর্নিয়া-প্রবাসী ঋতুপর্ণা বিদেশে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের থেকে অনুদান জোগাড় এবং কলকাতা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই তাঁর প্রধান কর্তব্য। ১৬ বছর আগে উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং অধুনা সংখ্যাতত্ত্বের শিক্ষিকা ঋতুপর্ণার কথায়, "বাঙালিরা লেখাপড়ার ব্যাপারে বেশিই সচেতন। দেশ থেকে দূরে বসে উচ্চশিক্ষিত বাঙালিদের অনেকেরই মনে হয়, যদি দেশের লোকজনের জন্য কিছু করা যেত! 'ই কে কে' সেই সুযোগটা এনে দিয়েছে।" তিনি জানাচ্ছেন, ইন্টারনেটের দৌলতে যে-কোনও ধরনের যোগাযোগ অতি দ্রুত সেরে ফেলাটা কোনও সমস্যাই নয়। অর্থসাহায্য দিতে চান, বইয়ের ব্যবস্থা করতে চান— অরকুটে ঢুকে জানিয়ে দিলেই হল।

এক সদস্যের দেওয়া দৃষ্টান্ত, "এই তো সে-দিনের কথা। জয়েন্টে মেডিক্যালে যে প্রথম হয়েছিল, সে এক চাওয়ালার ছেলে। এমন কত ছেলে ছড়িয়ে আছে।" বস্তুত, তারা যাতে ছড়িয়েই না-রয়ে যায়, সেই জন্যই 'ই কে কে' সংহত হচ্ছে। ক'দিন বাদেই মাধ্যমিকের ফল। তখনই বসবেন ঋতুপর্ণা-শুভ্রাংশু-তীর্থঙ্করেরা। মাধ্যমিকের ফল দেখেই তাঁদের প্রকল্পের প্রথম দফার ছেলেমেয়েদের সাহায্যের জন্য বাছা হবে যে!

আনন্দবাজার পত্রিকা

http://www.anandabazar.com/archive/1070411/11esho1.htm

২৭ চৈত্র ১৪১৩ বুধবার ১১ এপ্রিল ২০০৭